

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়/বিভাগের আওতায় ২০১৩-১৪ অর্থবছরের এডিপিভুক্ত সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনের ওপর মন্ত্রণালয়/বিভাগ ভিত্তিক সার-সংক্ষেপ

ক্রঃ নং	মন্ত্রণালয়/ বিভাগের নাম	মোট সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সমাপ্ত প্রকল্পের ধরণ			মূল সময় ও ব্যয়ের তুলনায়				
			বিনিয়োগ প্রকল্পের সংখ্যা	কারিগরী সহায়তা প্রকল্পের সংখ্যা	জেডিসিএফ ভুক্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় ও ব্যয় উভয়ই অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্তের শতকরা হার (%) সর্বনিম্ন- সর্বোচ্চ	ব্যয় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	ব্যয় অতিক্রান্তের শতকরা হার (%) সর্বনিম্ন- সর্বোচ্চ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	২	২	--	--	২	২	৯১.৬৭%- ১০০%	২	৪৪.৩৭%- ৬৭.৪৪%

- ১। **সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যা:** ২টি
- ২। **সমাপ্ত প্রকল্পের ব্যয় ও মেয়াদ বৃদ্ধির কারণ:** ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী অপ্রতুল আরএডিপি বরাদ্দ, নির্মাণ কাজের অত্যাব্যবশ্যিকীয় কিছু Variation, নতুন কাজ অন্তর্ভুক্তি, আসবাবপত্র, নির্মাণ সামগ্রি ও যন্ত্রপাতির মূল্য বৃদ্ধিজনিত কারণে প্রকল্প ২টির ব্যয় ও মেয়াদকাল বৃদ্ধি পায়।
- ৩। **সমাপ্তকৃত প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রধান প্রধান সমস্যা ও সুপারিশ:**

সমস্যা	সুপারিশ
যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ব্যতিরেকে চুক্তিমূল্য অপেক্ষা অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করা; যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ব্যতিরেকে এক অংগের অর্থ অন্য অংগে অর্থ ব্যয় করা; আরডিপিপি'র সংস্থান অপেক্ষা অতিরিক্ত মূল্যে চুক্তি সম্পাদন ও অর্থ ব্যয় করা; এবং মসজিদ সংস্কার কাজে একাধিক কার্যাদেশের মাধ্যমে সংস্থান অপেক্ষা অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করা।	যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ব্যতিরেকে চুক্তিমূল্য অপেক্ষা অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করা, কতিপয় উপাঞ্জের বাস্তবায়ন না করে সংস্থানকৃত অর্থ অন্য খাতে ব্যয় করা এবং আরডিপিপি'র সংস্থান অপেক্ষা অতিরিক্ত মূল্যে চুক্তি সম্পাদন ও অর্থ ব্যয়ের বিষয়টি পরিকল্পনা শৃঙ্খলার ব্যত্যয়। এছাড়া এলটিএম-এর এত সংখ্যা দেখে মনে হয় যে, এলটিএম করার জন্যই প্যাকেজটি ছোট ছোট আকারে ভাগ করা হয়েছে যা মোটেও কাংখিত নয়। প্রকল্পটির ক্রয় প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতার অভাব পরিলক্ষিত হওয়ায় এ সকল বিষয়ে মন্ত্রণালয় খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে প্রাপ্ত তথ্য আইএমইডি'কে অবহিত করবে;
অডিওলজী রুমের ভিতরাস্থ ওয়েটিং রুমে এসি না থাকা : অডিওলজী রুমটি বৃহৎ পরিসরের এবং অত্যাধুনিক। তবে এ রুমটির ভিতরে রোগীদের অপেক্ষা গারে কোন এয়ার কন্ডিশনার নেই। কক্ষটি একেবারেই আবদ্ধ (Air-tight) হওয়ায় এসি ব্যতিরেকে অবস্থান খুবই কষ্টকর;	অডিওলজী রুমের ভিতরাস্থ ওয়েটিং রুমে এসি না থাকা : অডিওলজী রুমটি বৃহৎ পরিসরের এবং অত্যাধুনিক। তবে এ রুমটির ভিতরে রোগীদের অপেক্ষাগারে কোন এয়ার কন্ডিশনার নেই। কক্ষটি একেবারেই আবদ্ধ (Air-tight) হওয়ায় এসি ব্যতিরেকে অবস্থান খুবই কষ্টকর;
অডিওলজী রুম শতভাগ শব্দ প্রতিরোধক না হওয়া : মূল অডিওলজী পরীক্ষা কক্ষের দেয়ালে ছিদ্রগুলো কারিগরি দিক দিয়ে যথাযথ হয়নি। ফলে ১০০% সাউন্ড পুফ নয়। উপস্থিত চিকিৎসকগণ জানান যে, ছিদ্রগুলো সামান্য বড় করলে শতভাগ শব্দ প্রতিরোধক করা সম্ভব হবে।	অডিওলজী রুম শতভাগ শব্দ প্রতিরোধক না হওয়া : মূল অডিওলজী পরীক্ষা কক্ষের দেয়ালে ছিদ্রগুলো কারিগরি দিক দিয়ে যথাযথ হয়নি। ফলে ১০০% সাউন্ড পুফ নয়। উপস্থিত চিকিৎসকগণ জানান যে , ছিদ্রগুলো সামান্য বড় করলে শতভাগ শব্দ প্রতিরোধক করা সম্ভব হবে।

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ (২য় পর্যায়)

সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(সমাপ্ত: মার্চ ২০১৪)

- ১। প্রকল্পের নাম : ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ (২য় পর্যায়)।
- ২। প্রকল্পের অবস্থান : চানখারপুল, ঢাকা।
- ৩। বাস্তবায়নকারী সংস্থা : স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
- ৪। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
- ৫। প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয় :

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়নকালের %)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৬০০০.০০	১০৬৯২.২৬	১০০৪৬.৬৯	জুলাই ২০০৮ হতে জুন ২০১১ (৩৬ মাস)	জুলাই ২০০৮ হতে ডিসেম্বর ২০১৩ (৬৬ মাস)	জুলাই ২০০৮ হতে মার্চ ২০১৪ (৬৯ মাস)	৪০৪৬.৬৯ (৬৭.৪৪%)	৩৩ মাস (৯১.৬৭%)

- ৬। প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন (প্রাপ্ত পিসিআর-এর ভিত্তিতে):

(লক্ষ টাকায়)

ক্র: নং	সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	একক	সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
(ক) রাজস্ব ব্যয়						
১।	কর্মকর্তাদের বেতন	সংখ্যা	-	০.০০	-	-
২।	কর্মচারীদের বেতন	সংখ্যা	৩	৫.৩৭	-	-
৩।	কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ভাতা	থোক	৩	৪.৮০	-	-
৪।	কন্টিনজেন্ট স্টাফ	সংখ্যা	১০	১৪.৯৬	৫	০.৪২
৫।	পিওএল	থোক	-	১.৫০	-	-
৬।	সিডি/ভ্যাট	থোক	-	৪০০.০০	-	-
৭।	কন্টিনজেন্ট এন্ড স্টেশনারী	থোক	-	২.০০	-	১.৮৫
৮।	রক্ষণাবেক্ষণ	থোক	-	০.৫০	-	-
৯।	এমএসআর	থোক	-	১৪১.৩৭	-	১৪১.৩৭
	উপ-মোট (রাজস্ব) =			৫৭০.৫০		১৪৩.৬৪

ক্র: নং	সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	একক	সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
(খ) মূলধন ব্যয়						
১০।	যানবাহন (১টি জীপ)	সংখ্যা	১টি	২৫.০০	-	-
১১।	অফিস ইকুইপমেন্ট	থোক	-	১০.০০	-	১০.০০
১২।	কম্পিউটার, নেটওয়ার্ক এন্ড সফটওয়্যার ফর ডিজিটাল ডাটাবেইজ সিস্টেম	সংখ্যা	০২	৩৯.৯০	০২	২.৬১
১৩।	আসবাবপত্র	সংখ্যা		৪৪৮.১৯	৭০৪৪	৪৪৮.১৯
১৪।	পূর্ত কাজ	বর্গমিটার	৩১৯১৩	৯৪৪৪.০৬	৩৭৬১০	৯৪৪২.২৫
	উপ-মোট (মূলধন)=			৯৯৬৭.১৫		৯৯০৩.০৫
	(গ) ফিজিক্যাল কন্টিনজেন্সি	থোক		৫১.৫৪	-	-
	(ঘ) প্রাইজ কন্টিনজেন্সি	থোক		১০৩.০৭	-	-
	সর্বমোট (ক+খ+গ+ঘ) =			১০৬৯২.২৬		১০০৪৬.৬৯

৭। **কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণ :** প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে পিসিআর-এর তথ্যানুযায়ী (আর্থিক অগ্রগতি) কোন কাজ অসমাপ্ত নেই। তবে সরেজমিনে পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে, ভৌত নির্মাণ প্যাকেজটির আওতায় অন্তর্ভুক্ত Solar System স্থাপন (১৬৫.০০ লক্ষ টাকা), Rain water harvesting (১০.০০ লক্ষ টাকা), 52 HP Submersible Pump Motor set-02 set (৩২.৫০ লক্ষ টাকা) ইত্যাদি উপাঙ্গসমূহ বাস্তবায়ন করা হয়নি। এ বিষয়ে প্রকল্প পরিচালক জানান যে, ভবন নির্মাণে অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় হওয়ায় উক্ত উপাঙ্গগুলি বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি।

৮। সাধারণ পর্যবেক্ষণ:

৮.১ **পটভূমি:** তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক রাজধানী ঢাকা শহরের জনগণের স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ১৯৪৭ সালের প্রথম দিকে ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল স্থাপন করা হয় এবং কয়েক মাসের মধ্যেই হাসপাতালের শয্যা বৃদ্ধি করে ৫০০ তে উন্নীত করা হয়। পরবর্তীতে জনগণের চাহিদা ও প্রাপ্যতা অনুযায়ী বিভিন্ন সময়ে শয্যা সংখ্যা বৃদ্ধি ও সম্প্রসারণ করা হয়। অতঃপর স্বাধীনতার পর ১৯৭৩ সালে হাসপাতালটির শয্যা সংখ্যা ১০৫০-এ উন্নীত করা হয়। ১৯৯৪ সালে অবকাঠামোগত সম্প্রসারণ না করে এবং জনবল অপরিবর্তিত রেখে রোগীদের ঔষধ ও পথ্য প্রদানের সুবিধা নিশ্চিত করে হাসপাতালে শয্যা সংখ্যা পুনরায় বৃদ্ধি করে ১৪০০-তে এবং ২০০৩ সালে একটি প্রশা সনিক আদেশের মাধ্যমে ১৭০০-তে উন্নীত করা হয়। হাসপাতালের শয্যা সংখ্যা বৃদ্ধি তথা সেবার পরিধি বৃদ্ধি সত্ত্বেও জনগণকে কাঙ্ক্ষিত স্বাস্থ্য সেবা প্রদান সম্ভব হচ্ছে না। প্রতিদিন এ হাসপাতালে সমগ্র বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের বিভিন্ন স্থান হতে প্রচুর রোগী চিকিৎসা সেবা র জন্য আসে। প্রকৃতপক্ষে বর্তমানে ২০০০ জন এর অধিক রোগী হাসপাতালে থাকে , শয্যা সংকুলান করতে না পারার কারণে অনেক রোগী হাসপাতালের মেঝেতে অবস্থান করে। ফলে সুষ্ঠু চিকিৎসা ব্যবস্থা সামগ্রিকভাবে ব্যাহত হচ্ছে , যা দিন দিন প্রকট আকার ধারণ করছে। বর্ণিত প্রেক্ষিতে , ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল প্রাঙ্গণে বিভিন্ন ভবন নির্মাণ এবং আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্র সরবরাহের মাধ্যমে অতিরিক্ত ৬০০ শয্যা বৃদ্ধি করে স্বাস্থ্য সেবার ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটানো , উন্নত চিকিৎসা সেবা প্রদান এবং চিকিৎসা বিজ্ঞানে উচ্চ শিক্ষা তথা গবেষণামূলক কার্যক্রম পরিচালনার উদ্দেশ্যে আলোচ্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়।

৮.২ **উদ্দেশ্য:** প্রকল্পটির সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ হল:

- (ক) দেশের সাধারণ জনগণের জন্য চিকিৎসা সংক্রান্ত ভৌত সুবিধাদি সম্প্রসারণ এবং মানসম্পন্ন স্বাস্থ্য সেবা প্রদান;
- (খ) চিকিৎসা শাস্ত্রের পোস্ট গ্রাজুয়েট, ইন্টার্নি ডক্টরস, নার্সেস ইত্যাদি কোর্সে শিক্ষার সম্প্রসারণ; এবং
- (গ) মহিলা ও পুরুষের চাকুরী সুবিধা সম্প্রসারণ।

৯। প্রকল্পের অনুমোদন ও সংশোধন

৯.১ **প্রকল্পের অনুমোদন:** প্রকল্পটির ডিপিপি'র উপর অনুষ্ঠিত পিইসি সভার সুপারিশের আলোকে ৬০০০.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই ২০০৮ হতে জুন ২০১১ মেয়াদে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ২৬/০৫/২০০৮ তারিখে “একনেক” বৈঠকে অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পটির মেয়াদ জুন ২০১২ পর্যন্ত (১ বছর) বৃদ্ধি করা হয়। অতঃপর ১০৬৯২.২৬ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই ২০০৮ হতে ডিসেম্বর ২০১৩ মেয়াদে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গত ১৮/০৯/২০১২ তারিখে ১ম সংশোধিত প্রকল্পটি একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে প্রকল্পটির আন্তঃখাত সমন্বয় করার লক্ষ্যে ২৮/০৫/২০১৩ তারিখে ‘ডিপিইসি’ সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং ‘ডিপিইসি’ সভার সুপারিশক্রমে গত ১২/০৬/২০১৩ তারিখে প্রশাসনিক অনুমোদন দেয়া হয়। সর্বশেষ ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ ০৩ মাস বৃদ্ধি করে মার্চ ২০১৪ এ প্রকল্পটি সমাপ্ত ঘোষণা করা হয়।

১০। **মূল্যায়ন পদ্ধতি (Methodology):** মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়নে নিম্নোক্ত দলিলাদি/তথ্যাদি বিবেচনা করা হয়েছে:

- (ক) সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের ডিপিপি ও আরডিপিপি পর্যালোচনা;
- (খ) মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত পিসিআর পর্যালোচনা;
- (গ) এডিপি/আরএডিপি পর্যালোচনা;
- (ঘ) কাজের মান ও বাস্তব অগ্রগতি যাচাই এবং তথ্য সংগ্রহের জন্য সরেজমিনে পরিদর্শন;
- (ঙ) প্রকল্পের ক্রয় সংক্রান্ত তথ্যাদি পর্যালোচনা; এবং
- (চ) প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা।

১১। **প্রকল্পটির ক্রয় পরিকল্পনা (পণ্য/কার্য/সেবা) এবং ক্রয় পরিকল্পনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত**

(ক) **প্রকল্পটির ক্রয় পরিকল্পনা (পণ্য/কার্য/সেবা):**

(লক্ষ টাকায়)

পণ্য ক্রয়			কার্য ক্রয়			সেবা ক্রয়		
প্যাকেজ নং	বিবরণ	আর্থিক সংস্থান	প্যাকেজ নং	বিবরণ	আর্থিক সংস্থান	প্যাকেজ নং	বিবরণ	আর্থিক সংস্থান
GDT	যানবাহন-১টি (কার ১৫০০ সিসি)	২৫.০০	WD1	নির্মাণ (including telecom)	৯৪৪৪.০৬	SD1	কন্টিনজেন্সী স্টাফ (৩৭৪০ জনমাস)	১৪.৯৬
GDT1	অফিস যন্ত্রপাতি	১০.০০				SD2	আউটসোর্সিং (২ জন)	২.৪৯
GDF	ফার্নিচার	৪৪৮.১৯						
GDM	এমএসআর	১৪১.৩৭						
	মোট:	৬২৪.৫৬			৯৪৪৪.০৬			১৭.৪৫

(খ) **ক্রয় পরিকল্পনা বাস্তবায়ন:** প্রকল্পটির আওতায় পণ্য ও সেবা ক্রয়ের ক্ষেত্রে প্রকল্প কর্তৃপক্ষ/বাস্তবায়নকারী সংস্থা এবং Action Plan অনুযায়ী ভৌত নির্মাণ কাজ বাস্তবায়নের দায়িত্ব গণপূর্ত অধিদপ্তর-এর উপর ন্যস্ত ছিল। প্রকল্পের আওতায় হাসপাতাল ভবনসহ অন্যান্য কাজের জন্য আরডিপিপি নির্ধারিত ১০৬৯২.২৬ লক্ষ টাকার মধ্যে ৯৪৪৪.০৭ লক্ষ টাকা গণপূর্ত অধিদপ্তর -এর কাছে হস্তান্তর করা হয়। সে অনুযায়ী সমুদয় নির্মাণ কাজ গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত হয়েছে। তথ্য-উপাত্ত পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ভৌত নির্মাণ প্যাকেজটি বাস্তবায়ন পর্যায়ে ক্রয় কার্যক্রম বিভক্ত (split up) করে ক্রয় কার্য সম্পন্ন করা হয়েছে। ভৌত নির্মাণ প্যাকেজটির ব্যয় প্রাক্কলন ছিল নিম্নরূপ:

ব্যয় প্রাক্কলন

ক্র: নং	কাজের বিবরণ	পরিমাণ	আর্থিক সংস্থান
১.	মূল ভবন নির্মাণ কাজ (বেইজমেন্টসহ ১০ তলা ভিত বিশিষ্ট ১০ তলা ভবন)	৩৭৬৬০ বর্গ মি:	৬৮৩১.৮৯
২.	সাব-স্টেশন ও পাম্প হাউজ নির্মাণ কাজ (২-তলা ভিত বিশিষ্ট ২-তলা ভবন)	২৭৮.৭০ বর্গ মি:	৫০.৪৭
৩.	বহি: পানি সরবরাহকরণ কাজ:		
	(ক) গভীর নলকূপ স্থাপন	১টি	১০০.০০
	(খ) ভূ-গর্ভস্থ জলাধার নির্মাণ কাজ (১০০০০ গ্যালন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন)	১০০০০ গ্যালন	৬০.০০
	(গ) পানি সরবরাহ লাইন নির্মাণ কাজ	-	১১.৬৯
৪.	বহি: বৈদ্যুতিককরণ কাজ:		
	(ক) ১০০০ কেভিএ সাব-স্টেশন	২টি	৩৩৬.২৫
	(খ) পিডিবি চার্জ	-	১৫.২০
	(গ) ৩০০ কেভিএ জেনারেটর	১টি	৫২.৫০
	(ঘ) শিততাপ নিয়ন্ত্রিত যন্ত্র	উইন্ডো = ২৩টি স্পিলিট=১৩০টি	২৮৭.৫০
	(ঙ) লিফট স্থাপন কাজ	৭টি	৩৯৩.৩৯
	(চ) অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র	৩৫০টি	১৬০.০০
	(ছ) সিসি টিভি	১ সেট	৬০.০০
	(জ) ইন্টার কম, পিএবিএক্স এবং টেলিফোন এর কাজ	১ সেট	২৫.০০
	(ঝ) টিভি এন্ড ডিস লাইন	১ সেট	১২.০০
	(ঞ) পিএ এবং সাউন্ড সিস্টেম	১ সেট	১৮.৭৫
	(ট) ডিজিটাল এবং নিয়ন সাইনবোর্ড এর কাজ	১ সেট	৭.২০
	(ঠ) কম্পাউন্ড নিকিউরিটি লাইট	১ সেট	৭.০০
	(ড) ৪০ ঘোড়া পাম্প মটর সেট	২টি	২২.৫০
	(ঢ) ৫২ ঘোড়া সাব-মার্জিবল পাম্প মটর সেট	২টি	৩২.৫০
৫।	আরসিসি সীমানা প্রাচীর নির্মাণ	৩৬২.৭০ মি:	২১.২১
৬।	অভ্যন্তরীণ রাস্তা নির্মাণ	১৫৬৭.৭৩ বর্গ মি:	২৭.৫৯
৭।	সারফেস ড্রেন এবং এ্যাপ্রোন নির্মাণ	থোক	৭.৩৪
৮।	লিকুইড ওয়াস্ট ডিসপোজাল (স্ট্রম) কাজ	থোক	২০.০০
৯।	মেডিকেল গ্যাস (অক্সিজেন)	থোক	৪০০.০০
১০।	মাটি পরীক্ষাকরণ কাজ	থোক	২.৫০
১১।	সৌর বিদ্যুৎ	থোক	১৬৫.০০
১২।	বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ	থোক	১০.০০
১৩।	ল্যান্ড স্কেপিং এবং সৌন্দর্য বর্ধন কাজ	থোক	৮.০০
১৪।	মসজিদ সংস্কার কাজ	থোক	৩০.০০
১৫।	মূল হাসপাতাল এবং নতুন হাসপাতালের মধ্যে লিংক করিডোর নির্মাণ	থোক	২২৩.৫৬
১৬।	কন্টিনজেন্সী	থোক	৪৫.০০
	মোট =		৯৪৪৪.০৭

১২। **প্রকল্প পরিদর্শন:** আইএমইডি কর্তৃক গত ০১/০৯/২০১৫ তারিখে প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত কার্যক্রম পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে প্রকল্প পরিচালক, গণপূর্ত বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী (নির্মাণ ও ইএম), সহকারী প্রকৌশলী এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মকর্তাগণ উপস্থিত থেকে সার্বিক সহযোগিতা করেছেন।

১৩। **প্রধান প্রধান অংশের বাস্তবায়ন অগ্রগতি:** প্রকল্পের আওতায় হাসপাতাল ভবনসহ অন্যান্য কাজের জন্য আরডিপিপি নির্ধারিত ১০৬৯২.২৬ লক্ষ টাকার মধ্যে ৯৪৪৪.০৭ লক্ষ টাকা গণপূর্ত অধিদপ্তর-এর কাছে হস্তান্তর করা হয়। সে অনুযায়ী সমুদয় নির্মাণ কাজ গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত হয়েছে। পিসিআর এবং অগ্রগতির প্রতিবেদন অনুযায়ী উক্ত সংস্থানের বিপরীতে ৯৪৪২.২৫ লক্ষ টাকা (৯৯.৯৮%) অর্থ ব্যয় হয়েছে মর্মে উল্লেখ করা হয়েছে। নির্মাণ কার্যক্রমসমূহের মধ্যে মূল ভবন নির্মাণ, সাব-স্টেশন ও পাম্প হাউজ নির্মাণ, লিংক করিডোর নির্মাণ, আরসিসি সীমানা প্রাচীর, অভ্যন্তরীণ রাস্তা নির্মাণ, সারফেস ড্রেন ও এপ্রোণ নির্মাণ, ল্যান্ড স্কেপিং ও সৌন্দর্য্য বর্ধণ, মসজিদ সংস্কার, গভীর নলকূপ স্থাপন, লিফট স্থাপন, ১০০০ কে.ভি.এ সাব-স্টেশন এবং ৪০ এইচপি পাম্প মটর সেট পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শিত কার্যক্রমসমূহের বর্ণনা ও অন্যান্য তথ্যাদি নিম্নরূপঃ

১৩.১ সিভিল অংশ:

(ক) **মূল ভবন নির্মাণ (অভ্যন্তরীণ বৈদ্যুতিক সংযোগসহ):** বেইজমেন্টসহ ১০ তলা ভিত বিশিষ্ট ১০ তলা ভবন নির্মাণের জন্য মূল ডিপিপি'র সংস্থান ছিল ৪৭৭৪.৬৬ লক্ষ টাকা। মেসার্স জামাল এন্ড কোম্পানি-ইঞ্জিনিয়ার এন্ড আর্কিটেক্টস মার্ক বিল্ডার্স লিমিটেড কনসোলিডাম এর অনুকূলে ৪৩৮৩.৪১ লক্ষ টাকা চুক্তিমূল্যে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে প্রকল্প সংশোধন হলে এখাতে ৬৭৫৯.৪১ লক্ষ টাকার সংস্থান রাখা হয়। এ প্রেক্ষিতে ১৯২৪.০৯ লক্ষ টাকার ভেরিয়েশন অর্ডারসহ নির্মাণ কাজের বিপরীতে মোট (৪৩৮৩.৪১+১৯২৪.০৯) ৬৩০৭.৫০ লক্ষ টাকার চুক্তি অনুমোদিত হয়। বোন মেরু ট্রান্সপ্লান্ট ইউনিট-এর নকশা পরিবর্তন হওয়ায় এ উপাঞ্জের নির্মাণ কাজের জন্য ৭২.০০ লক্ষ টাকার প্রয়োজন হয়। ভৌত নির্মাণ (ইলেক্ট্রিক্যালসহ) খাতে সর্বশেষ আন্ত:খাত সমন্বয়ের মাধ্যমে সর্বমোট প্রাক্কলিত ব্যয় ৯৪৪৪.০৭ লক্ষ টাকা (৭২.৪৮ লক্ষ টাকা ভেরিয়েশন) নির্ধারণ করা হয়। অর্থাৎ মূল ভবন নির্মাণে সর্বমোট ব্যয়ের লক্ষ্যমাত্রা দাঁড়ায় ৬৮৩১.৮৯ লক্ষ টাকায়। বাস্তবায়ন পর্যায়ে উক্ত ৭২.০০ লক্ষ টাকার ভেরিয়েশন অর্ডার যথাযথ কর্তৃ পক্ষের অনুমোদন ব্যতিরেকে এলটিএম চুক্তির মাধ্যমে ব্যয় করা হয়েছে।

গণপূর্ত অধিদপ্তর হতে প্রাপ্ত অগ্রগতির তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, মূল ভবন নির্মাণে চুক্তিকৃত ৬৩০৭.৫০ লক্ষ টাকার মধ্যে ৬২৬৪.৭৬ লক্ষ টাকা ব্যয় হলেও অনেক কাজ অবশিষ্ট থেকে যায়। যেমন -সেনেটারী, পেইন্টিং, ডোর ফিটিংস, এ্যালুমিনিয়াম, রিফলেটিং, মাটি অপসারণ, গ্যাস সংযোগ, বোন মেরু ইউনিট ইত্যাদি কাজ। এ অবশিষ্ট কাজ এলটিএম পদ্ধতিতে ১৯টি চুক্তির মাধ্যমে ৭০৪.৫৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে সম্পন্ন করা হয়। অর্থাৎ সর্বমোট ব্যয় হয় ৬৯৬৯.৩৪ লক্ষ টাকা, যা অনুমোদিত চুক্তিমূল্য অপেক্ষা (৬৯৬৯.৩৪ - ৬৩০৭.৫০) = ৬৬১.৮৪ লক্ষ টাকা এবং ডিপিপি'র সংস্থান অপেক্ষা (৬৯৬৯.৩৪ - ৬৮৩১.৮৯) = ১৩৭.৪৫ লক্ষ টাকা বেশী। বাহ্যতঃ নির্মাণ কাজের মান সন্তোষজনক। তবে বাথরুমের দরজা, সিটকানি, কল চলমান ব্যবহারের কারণে অনেকগুলো নষ্ট দেখা গেছে।

(খ) **সাব-স্টেশন ও পাম্প হাউজ নির্মাণসহ আন্ডারগ্রাউন্ড ওয়াটার রিজার্ভার ও সংযোগ লাইন :** আরডিপিপি'র সংস্থান ছিল ১২২.১৬ লক্ষ টাকা। চুক্তিমূল্য ১২৫.১২ লক্ষ টাকা। উক্ত চুক্তির বিপরীতে ২ তলা ভিত বিশিষ্ট ২ তলা ভবন নির্মাণসহ অন্যান্য কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। এখাতে আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০%। নির্মিত ভবনটির কাজের মান সন্তোষজনক।

(গ) **মূল হাসপাতাল এবং নতুন হাসপাতালের মধ্যে লিংক করিডোর নির্মাণ কাজ:** মূল হাসপাতাল এবং নতুন হাসপাতালের মধ্যে লিংক করিডোর নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। এ উপ-খাতটি বাস্তবায়নের জন্য সংস্থান ছিল ২২৩.৫৬ লক্ষ টাকা এবং চুক্তিমূল্য ২০১.২৭ লক্ষ টাকা। এ চুক্তিমূলের বিপরীতে ব্যয় হয়েছে ২০৭.৮৮ লক্ষ টাকা। অর্থাৎ চুক্তিমূল্য অপেক্ষা ৬.৬১ লক্ষ টাকা বেশী। এখাতে আরডিপিপি'র সংস্থানকৃত অর্থের মধ্যে অব্যয়িত রয়েছে ১৫.৬৮ লক্ষ টাকা। কাজের মান সন্তোষজনক মনে হয়েছে।

(ঘ) **মসজিদ সংস্কার কাজ:** প্রকল্পের আওতায় মসজিদ সংস্কার কাজের জন্য ৩০.০০ লক্ষ টাকার সংস্থান ছিল। এ সংস্থানের বিপরীতে এলটিএম পদ্ধতিতে ২টি চুক্তির মাধ্যমে ২৯.৯৭ লক্ষ টাকা এবং ৩৪.৬৩ লক্ষ টাকা অর্থাৎ মোট ৬০.০৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে মসজিদের সংস্কার কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে দেখা যায় যে, মসজিদটির সংস্কার কাজে আরডিপিপি'র সংস্থান অপেক্ষা ৩০.০৭ লক্ষ টাকা বেশী ব্যয় করা হয়েছে। এ বিষয়ে প্রকল্প পরিচালক ও নির্বাহী প্রকৌশলী (গণপূর্ত)

জানান যে, মসজিদটি নান্দনিক সম্প্রসারিত হাসপাতাল ভবনের সম্মুখে অবস্থানের কারণে মূল স্থাপত্য সৌন্দর্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে সংস্কার কাজ করার কারণে অতিরিক্ত ৩০.০৭ লক্ষ টাকা বেশী ব্যয় হয়েছে। বাহ্যিক দৃষ্টিতে কাজের মান সন্তোষজনক মনে হয়েছে।

- (ঙ) **অভ্যন্তরীণ রাস্তা নির্মাণ (৭০৬.০৬ বর্গমিটার):** এখাতে আরডিপিপি'র সংস্থানকৃত ২৭.৫৯ লক্ষ টাকায় অভ্যন্তরীণ রাস্তা নির্মাণ করা হয়েছে। রাস্তার কাজের মান সন্তোষজনক মনে হয়েছে।
- (চ) **সারফেস ড্রেন ও এপ্রোন নির্মাণ:** এখাতে সংস্থানকৃত ২৭.৩৪ লক্ষ টাকায় সারফেস ড্রেন ও এপ্রোন নির্মাণ করা হয়েছে। কাজের মান সন্তোষজনক মনে হয়েছে। তবে ড্রেনটি অনেকটা অপরিষ্কার/অপরিচ্ছন্ন দেখা গেছে।
- (ছ) **গভীর নলকূপ স্থাপন:** গভীর নলকূপ স্থাপন কাজের জন্য আরডিপিপি'র সংস্থান ছিল ১০০.০০ লক্ষ টাকা। স্থাপন কাজে ব্যয় হয়েছে ৯২.৯৬ লক্ষ টাকা। পরিদর্শনকালীন সময়ে গভীর নলকূপটি সচল দেখা গেছে।
- (জ) **সিভিল অংশে প্রকল্পটির আওতায় অনুমোদিত কার্যাদেশ এবং অগ্রগতির তথ্য বিশ্লেষণ:** হাসপাতাল ভবন নির্মাণ কাজের অবশিষ্ট অংশ (কন্ক্রিটসেট, লো-ডাউন, বেসিন, পেডেস্টাল ও সিপি বিবকক্ষ) বাবদ ৪১.৭৫ লক্ষ টাকা; হাসপাতাল ভবন নির্মাণ কাজের অবশিষ্ট অংশ (নীচ তলা হতে ১০ম তলা পর্যন্ত বিল্ডিং এর সম্মুখ অংশে থাই-এ্যালুমিনিয়ামের লুবার, স্লাইডিং উইন্ডো ও ফল্ডড ফ্যান-লাই, ৫ মি:মি: পুরু ক্লিয়ার গ্লাস এবং দরজার ব্রাশ হ্যাসবোল্ট) বাবদ ৪৭.৬২ লক্ষ টাকা; হাসপাতাল ভবন নির্মাণ কাজের অবশিষ্ট অংশ (৪র্থ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ তলায় প্লাস্টিক পেইন্ট) বাবদ ৪৫.৭২ লক্ষ টাকা; হাসপাতাল ভবন নির্মাণ কাজের অবশিষ্ট অংশ (নীচ তলায় প্লাস্টিক পেইন্ট, দরজার আয়রন ফিটিংস এর পরিবর্তে এস.এস ফিটিংস ও মরটিস লক) বাবদ ৩৭.৪৭ লক্ষ টাকা; হাসপাতাল ভবন নির্মাণ কাজের অবশিষ্ট অংশ (২য় ও ৩য় তলায় প্লাস্টিক পেইন্ট, স্যানিটারী ফিটিংস লাগানোর জন্য পানচিংকরণ এবং ইউ.পি.ভি.সি. ট্রাপ) বাবদ ৪৫.৪৭ লক্ষ টাকা; গ্যাস লাইন সংযোগ ও স্থাপন কাজ বাবদ ২৭.৫৯ লক্ষ টাকা; গ্যাস লাইন সংযোজন ও স্থাপন-এর অবশিষ্ট কাজ বাবদ ১৯.২৮ লক্ষ টাকা; এবং বোন মেরু ট্রান্সপ্লানটেশন ইউনিট বাবদ (৭৪.৭০+৩৭.৪৫= ১১২.১৫ লক্ষ টাকার ২টি চুক্তির বিপরীতে) ৮৮.১৫ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। এছাড়া মসজিদ সংস্কার, ড্রেন নির্মাণ, বাউন্ডারী ওয়াল, ল্যান্ড স্কেপিং ইত্যাদি কাজ এলটিএম পদ্ধতিতে একাধিক চুক্তির মাধ্যমে অর্থ ব্যয় করা হয়েছে।

১৩.২ **বহি: বৈদ্যুতিককরণ কাজ:**

- (ক) **লিফট স্থাপন:** আরডিপিপি অনুযায়ী মূল ভবনে ৩৯৩.৩৯ লক্ষ টাকায় ৭টি লিফট ক্রয়ের সংস্থান ছিল। উক্ত সংস্থানের বিপরীতে ব্যয় হয়েছে ৩১৬.১৪ লক্ষ টাকা। এখাতে ৭৭.২৫ লক্ষ টাকা শাশ্রয় হয়েছে। পরিদর্শনের সময় ক্রয়কৃত লিফটগুলো (৭টি) সচল দেখা গেছে।
- (খ) **মেডিকেল গ্যাস (অক্সিজেন):** এখাতে আরডিপিপি'র সংস্থান ছিল ৪০০.০০ লক্ষ টাকা। মূল কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে ২৯৭.২৯ লক্ষ টাকা এবং ভেরিয়েশন অর্ডার করা হয় ১৪৫.৩৬ লক্ষ টাকা অর্থাৎ মোট ৪৪২.৬৫ লক্ষ টাকার চুক্তি হয়। উক্ত চুক্তির বিপরীতে ৪৪২.৫৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। এক্ষেত্রে আরডিপিপি'র সংস্থান অপেক্ষা ৪২.৫৫ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত অর্থ চুক্তি ও ব্যয় করা হয়েছে।

১৩.৩ **Solar System স্থাপন, Rain water harvesting এবং 52 HP Submersible Pump Motor set-02 উপ-খাত বাস্তবায়ন না করা:** প্রকল্পটির আরডিপিপিতে Solar System স্থাপন বাবদ ১৬৫.০০ লক্ষ টাকা, Rain water harvesting বাবদ ১০.০০ লক্ষ টাকা এবং 52 HP Submersible Pump Motor set-02 set ৩২.৫০ লক্ষ টাকা অর্থাৎ মোট ২০৭.৫০ লক্ষ টাকার সংস্থান থাকলেও এ ৩টি উপ-খাতে কোন বাস্তব কাজ করা হয়নি।

১৩.৪ **আসবাবপত্র সংগ্রহ:** আরডিপিপি'র সংস্থানকৃত ৪৪৮.১৯ লক্ষ টাকায় বিভিন্ন ধরনের আসবাবপত্র ক্রয় করা হয়েছে। এখাতে ব্যয় হয়েছে ৪৪৭.০০ লক্ষ টাকা।

১৪। **প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি:** প্রকল্পের আওতায় মার্চ ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি হয়েছে মোট ১০০৪৬.৬৯ লক্ষ টাকা, যা অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয়ের ৯৩.৯৬% এবং বাস্তব অগ্রগতি ৯৮.৫৬%। প্রকল্পের বছরভিত্তিক সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ, অবমুক্ত ও ব্যয়ের চিত্র নিম্নরূপ:

(লক্ষ টাকায়)

অর্থবছর	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ			অবমুক্তি	ব্যয়			অব্যয়িত অর্থ
	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য	
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)
২০০৮-২০০৯	৭০০.০০	৭০০.০০	-	৭০০.০০	৬১৭.৪০	৬১৭.৪০	-	৮২.৬০
২০০৯-২০১০	২২০০.০০	২২০০.০০	-	২২০০.০০	২১৭৬.০৮	২১৭৬.০৮	-	২৩.৯২
২০১০-২০১১	২০০০.০০	২০০০.০০	-	২০০০.০০	১৯৯০.৫৫	১৯৯০.৫৫	-	৯.৪৫
২০১১-২০১২	৬০০.০০	৬০০.০০	-	৬০০.০০	৬০০.০০	৬০০.০০	-	-
২০১২-২০১৩	৩৪০০.০০	৩৪০০.০০	-	৩৪০৫.০০	৩৪০৩.৭১	৩৪০৩.৭১	-	১.২৯
২০১৩-২০১৪	১৮০০.০০	১৮০০.০০	-	১৬০৭.৫০	১২৫৮.৯৫	১২৫৮.৯৫	-	৩৪৮.৫৫
মোট:	১০৬৯২.২৬	১০৬৯২.২৬	-	১০৫১২.৫০	১০০৪৬.৬৯	১০০৪৬.৬৯	-	৪৬৫.৮১

উপরের সারণী হতে দেখা যায় যে, প্রকল্পটির পুরো মেয়াদে সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ ছিল ১০৬৯২.২৬ লক্ষ টাকা এবং অবমুক্তকৃত অর্থের পরিমাণ ১০৫১২.৫০ লক্ষ টাকা। অবমুক্তকৃত অর্থ হতে ১০০৪৬.৬৯ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। ছাড়কৃত অব্যয়িত অর্থের পরিমাণ ৪৬৫.৮১ লক্ষ টাকা, যা প্রকল্প পরিচালক বছরওয়ারী প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা বরাবর প্রকল্প পরিচালকের স্বাক্ষরে পত্রের মাধ্যমে সমর্পন করেছেন।

১৫। **প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য:** অনুমোদিত প্রকল্পটির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্বে (প্রেমণে) থাকা কর্মকর্তাদের নাম ও পদবী, যোগদানের তারিখ ও বদলীর তারিখ নিম্নে দেওয়া হলঃ

নাম ও পদবী	পূর্ণকালীন	খন্ডকালীন	যোগদানের তারিখ	বদলীর তারিখ
অধ্যাপক কাজী জুলফিকার মামুন	-	খন্ডকালীন	০১/০৩/২০০৯	৩০/০৬/২০১১
ত্রিগেডিয়ার জেনারেল শহীদুল হক মল্লিক	-	খন্ডকালীন	০১/০৭/২০১১	২০/০১/২০১২
অধ্যাপক মো: ইসমাইল খান	-	খন্ডকালীন	২২/০১/২০১২	২৫/০৮/২০১২
ডা: বায়েজিদ খোরশেদ রিয়াজ	-	খন্ডকালীন	২৬/০৮/২০১২	৩০/০৩/২০১৪

১৬। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন:**

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য		অর্জিত ফলাফল	
(ক)	দেশের সাধারণ জনগণের জন্য চিকিৎসা সংক্রান্ত ভৌত সুবিধাদি সম্প্রসারণ এবং মানসম্পন্ন স্বাস্থ্য সেবা প্রদান;	(ক)	প্রকল্পের আওতায় নতুন ৬০০ শয্যা সংযোজনের মাধ্যমে ভৌত সুবিধাদি সম্প্রসারণ ঘটেছে এবং স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের সুযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে;
(খ)	চিকিৎসা শাস্ত্রের পোস্ট গ্রাজুয়েট, ইন্টার্নি ডক্টরস, নার্সেস ইত্যাদি কোর্সে শিক্ষার সম্প্রসারণ; এবং	(খ)	বিভিন্ন নতুন বিভাগ যেমন: বিএমটি চালু হওয়ায় হেমাটোলজি বিভাগের কাজ ও শিক্ষার সুযোগ বেড়েছে। এছাড়া বিভিন্ন বিভাগের বিশেষজ্ঞদের চেম্বার ও শয্যা সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারিত হয়েছে ; এবং
(গ)	মহিলা ও পুরুষের চাকুরী সুবিধা সম্প্রসারণ।	(গ)	নির্মিত হাসপাতালে মহিলা ও পুরুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

১৭। **উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত না হলে এর কারণ** প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত হয়েছে। তবে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি (Solar System স্থাপন, Rain water harvesting এবং 52 HP Submersible Pump Motor set-02 set উপাঙ্গ ৩টির কাজ সম্পাদন করা হয়নি। এ বিষয়ে প্রকল্প পরিচালক জানান যে, আর্থিক সংকুলান না হওয়ায় উক্ত উপাঙ্গগুলি বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি।

১৮। **প্রকল্প বাস্তবায়ন সমস্যা :**

- ১৮.১ **যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ব্যতিরেকে চুক্তিমূল্য অপেক্ষা অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করা:** প্রকল্পটির অনুকূলে বেইজমেন্টসহ ১০ তলা ভিত বিশিষ্ট ১০ তলা ভবন নির্মাণের জন্য সর্বশেষ আরডিপিপি'র সংস্থানকৃত ৬৮৩১.৮৯ লক্ষ টাকার বিপরীতে চুক্তি অনুমোদিত হয় ৬৩০৭.৫০ লক্ষ টাকা যার মধ্যে ব্যয় হয় ৬২৬৪.৭৬ লক্ষ টাকা। এখাতে ৪২.৭৪ লক্ষ টাকা অর্থ অবশিষ্ট থাকলেও কতিপয় কাজ অসম্পন্ন থেকে যায়। পরবর্তীতে ১৯টি চুক্তির (এলটিএম) মাধ্যমে ৭০৪.৫৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ব্যতিরেকে চুক্তিমূল্য অপেক্ষা অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করা হয়েছে।
- ১৮.২ **যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ব্যতিরেকে এক অংশের অর্থ অন্য অংশে অর্থ ব্যয় করা:** ভৌত নির্মাণ প্যাকেজটির আওতায় অন্তর্ভুক্ত Solar System স্থাপন বাবদ ১৬৫.০০ লক্ষ টাকা, Rain water harvesting বাবদ ১০.০০ লক্ষ টাকা এবং 52 HP Submersible Pump Motor set-02 set বাবদ ৩২.৫০ লক্ষ টাকা অর্থাৎ মোট ২০৭.৫০ লক্ষ টাকার সংস্থান থাকলেও এ ৩টি উপ-খাতে কোন বাস্তব কাজ করা হয়নি। এ তিনটি খাতের সংস্থানকৃত ২০৭.৫০ লক্ষ টাকা যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ব্যতিরেকে অন্য খাতে ব্যয় করা হয়েছে। এছাড়া কয়েকটি উপাঙ্গের অর্থ সম্পূর্ণ প্রয়োজন না হওয়ায় সাশ্রয়কৃত অর্থ অন্য উপাঙ্গে ব্যয় করা হয়েছে। যেমন -করিডোর নির্মাণ, গভীর নলকূপ স্থাপন, লিফট স্থাপন ইত্যাদি।
- ১৮.৩ **আরডিপিপি'র সংস্থান অপেক্ষা অতিরিক্ত মূল্যে চুক্তি সম্পাদন ও অর্থ ব্যয় করা:** মেডিকেল গ্যাস (অক্সিজেন) বাবদ আরডিপিপি'র সংস্থানকৃত ৪০০.০০ লক্ষ টাকার বিপরীতে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে ২৯৭.২৯ লক্ষ টাকা। পরবর্তীতে ১৪৫.৩৬ লক্ষ টাকার ভেরিয়েশন অর্ডারসহ মোট ৪৪২.৬৫ লক্ষ টাকার চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় এবং ১০০% অর্থ ব্যয় করা হয়েছে। এক্ষেত্রে আরডিপিপি'র সংস্থান অপেক্ষা ৪২.৬৫ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত অর্থ অননুমোদিতভাবে চুক্তি ও ব্যয় করা হয়েছে।
- ১৮.৪ **মসজিদ সংস্কার কাজে একাধিক কার্যাদেশের মাধ্যমে সংস্থান অপেক্ষা অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করা:** প্রকল্পের আওতায় মসজিদ সংস্কার কাজের জন্য ৩০.০০ লক্ষ টাকার সংস্থান ছিল। এ সংস্থানের বিপরীতে এলটিএম পদ্ধতিতে ২টি চুক্তির মাধ্যমে ২৯.৯৭ লক্ষ টাকা এবং ৩৪.৬৩ লক্ষ টাকা অর্থাৎ মোট ৬০.০৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে মসজিদের সংস্কার কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে দেখা যায় যে, মসজিদটির সংস্কার কাজে আরডিপিপি'র সংস্থান অপেক্ষা ৩০.০৭ লক্ষ টাকা বেশী ব্যয় করা হয়েছে।
- ১৮.৫ **ছাড়কৃত অতিরিক্ত অর্থ বিধি মোতাবেক সরকারি কোষাগারে জমা না দেয়া :** এ প্রকল্পের সর্বশেষ সংশোধিত অনুমোদিত ব্যয় ১০৬৯২.২৬ লক্ষ টাকা এবং সর্বমোট ব্যয় হয়েছে ১০০৪৬.৬৯ লক্ষ টাকা। পিসিআর পর্যালোচনা করে দেখা যায়- প্রকল্পের অধীনে মোট ছাড়কৃত জিওবি টাকার পরিমাণ ১০৫১২.৫০ লক্ষ টাকা। জিওবি খাতে ছাড়কৃত অর্থ ব্যয়ের পর ৪৬৫.৮১ লক্ষ টাকা অব্যয়িত ছিল। ছাড়কৃত অব্যয়িত অর্থ প্রকল্প পরিচালক বছরওয়ারী সরাসরি প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা বরাবর পত্রের মাধ্যমে সমর্পন করেছেন। অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগ কর্তৃক উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের অর্থ অবমুক্তি ও ব্যবহার নির্দেশিকা (১৩ নভেম্বর, ২০১২) অনুযায়ী উন্নয়ন বাজেটের অব্যয়িত অর্থ সমর্পনের ক্ষেত্রে প্রকল্পের অব্যয়িত সমুদয় অর্থ জিও জারীর ক্ষমতা প্রাপ্ত কর্মকর্তা সি.এ.ও বরাবরে আদেশ জারীর মাধ্যমে সমর্পনের বিধান থাকলেও এ প্রকল্পটির ক্ষেত্রে তা প্রতিপালন করা হয়নি মর্মে প্রতীয়মান হয়।
- ১৮.৬ **হাসপাতাল ভবনটি যথাযথভাবে হস্তান্তর না করা:** হাসপাতালটি ০৩ অক্টোবর ২০১৩ তারিখে উদ্বোধন হলেও এখন পর্যন্ত হস্তান্তর প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়নি। জরুরীভিত্তিতে আনুষ্ঠানিকভাবে হাসপাতাল ভবনের হস্তান্তর সম্পন্ন করা প্রয়োজন।

- ১৮.৭ বেজমেন্টটি অপরিচ্ছন্ন থাকা: পরিদর্শনকালে পরিলক্ষিত হয় যে, বেজমেন্ট-এ সুয়ারেজ লাইনের পানি জমে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে এবং পুরাতন আসবাবপত্র যত্রতত্র ছড়িয়ে থাকা অবস্থায় দেখা গেছে।
- ১৮.৮ মেডিকেল বর্জ্য অপসারণের জন্য সুনির্দিষ্ট স্থাপনা না থাকা: মেডিকেল বর্জ্য অপসারণের জন্য সুনির্দিষ্ট স্থাপনা না থাকায় তা ভবনের পশ্চিম দিকে খোলা জায়গায় যত্রতত্রভাবে ফেলে রাখা হয়েছে।

১৯। সুপারিশ:

- ১৯.১ যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ব্যতিরেকে চুক্তিমূল্য অপেক্ষা অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করা, কতিপয় উপাঞ্জের বাস্তবায়ন না করে সংস্থানকৃত অর্থ অন্য খাতে ব্যয় করা এবং আরডিপিপি'র সংস্থান অপেক্ষা অতিরিক্ত মূল্যে চুক্তি সম্পাদন ও অর্থ ব্যয়ের বিষয়টি পরিকল্পনা শৃঙ্খলার ব্যত্যয়। এছাড়া এলটিএম-এর এত সংখ্যা দেখে মনে হয় যে, এলটিএম করার জন্যই প্যাকেজটি ছোট ছোট আকারে ভাগ করা হয়েছে যা মোটেও কাঙ্ক্ষিত নয়। প্রকল্পটির ক্রয় প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতার অভাব পরিলক্ষিত হওয়ায় এ সকল বিষয়ে মন্ত্রণালয় খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে প্রাপ্ত তথ্য আইএমইডি'কে অবহিত করবে (অনুচ্ছেদ ১৮.১ হতে ১৮.৪);
- ১৯.২ প্রকল্পের মেয়াদকালে বছরওয়ারী অব্যয়িত অর্থ (সর্বমোট ৪৬৫.৮১ লক্ষ টাকা) যথানিয়মে সরকারি কোষাগারে জমাদান সংক্রান্ত বার্ষিক রিকনসিলিয়েশন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় নিশ্চিত করবে এবং আইএমইডিকে তা অবহিত করবে (অনুচ্ছেদ ১৮.৫);
- ১৯.৩ হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ভবনসমূহের হস্তান্তর প্রক্রিয়ার বিষয়ে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে (অনুচ্ছেদ ১৮.৬);
- ১৯.৪ ভবনটির বেজমেন্ট-এ সুয়ারেজ লাইনের জমা পানি অপসারণ এবং ভবিষ্যতে যাতে এর পুনরাবৃত্তি না ঘটে তার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে (অনুচ্ছেদ ১৮.৭);
- ১৯.৫ যত্রতত্রভাবে পড়ে থাকা পুরাতন আসবাবপত্র অন্যত্র স্থানান্তর করতে হবে (অনুচ্ছেদ ১৮.৭); এবং
- ১৯.৬ বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে মেডিকেল বর্জ্য অপসারণ নিশ্চিত করতে হবে (অনুচ্ছেদ ১৮.৫)।

“এস্টাবলিশমেন্ট অব ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ইএনটি-ফাস্ট ফেইজ ইন ঢাকা (২য় সংশোধিত)” শীর্ষক

প্রকল্পের সমাপ্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(সমাপ্ত: জুন ২০১৪)

- ১। প্রকল্পের অবস্থান : তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা।
- ২। বাস্তবায়নকারী সংস্থা : স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
- ৩। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
- ৪। প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয় :

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৪১২৬.৯৬	৬২৪১.২৫	৫৯৫৮.০৫	জুলাই, ২০০৮ হতে জুন, ২০১১	জুলাই, ২০০৮ হতে জুন, ২০১৪	জুলাই, ২০০৮ হতে জুন, ২০১৪	১৮৩১.০৯ (৪৪.৩৭%)	৩ বছর (১০০%)

- ৫। প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন (প্রাপ্ত পিসিআর-এর ভিত্তিতে):

(লক্ষ টাকায়)

ক্র: নং	সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	একক	সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন (জুন ২০১৪)	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
(ক) রাজস্ব ব্যয়						
১।	সরবরাহ ও সেবা	থোক	থোক	১০২.০০	থোক	৭৯.০৮
২।	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	থোক	থোক	৬.০০	থোক	৩.৭৪
	উপমোট:			১০৮.০০		৮২.৮২
(খ) মূলধন ব্যয়						
১।	নির্মাণ ব্যয়	ব:মি:	১৩৬০৫.৫১	৪১৯৯.৭৭	১৩৬০৫	৪১৩৯.৩২
২।	যানবাহন (১টি মাইক্রোবাস, ১টি এ্যাম্বুলেন্স, ১টি পিক-আপ)	সংখ্যা	৩	১০০.০০	৩	৭৭.৬২
৩।	মেশিন ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি	সংখ্যা	৪৬৭৮	১৬২৫.৪৪	৪৬৭৮	১৪৭২.৬০
৪।	কম্পিউটার এবং সরঞ্জামাদি	সংখ্যা	২৯	২৮.৭৬	২৯	২৬.০৫
৫।	কম্পিউটার সফটওয়্যার	থোক	থোক	১১.০০	থোক	১০.৮০
৬।	অফিস সরঞ্জামাদি	সংখ্যা	১২	৮.৫৮	১২	৭.৪১
৭।	আসবাবপত্র	সংখ্যা	১৮২৩	১৫৯.৭০	১৮২৩	১৪১.৪৩
	উপমোট =			৬১৩৩.২৫		৫৮৭৫.২৩
	সর্বমোট (ক-খ) =			৬২৪১.২৫		৫৯৫৮.০৫

- ৬। **কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণ:** প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে পিসিআর-এর তথ্যানুযায়ী কোন কাজ অসমাপ্ত নেই।
- ৭। **সাধারণ পর্যবেক্ষণ:**
- ৭.১ **পটভূমি:**
- ৭.২ **উদ্দেশ্য:** প্রকল্পটির সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ হল:
- (ক) স্বাস্থ্য সেবার সকল ক্ষেত্রে ইএনটি চিকিৎসার বিশেষ গুরুত্ব প্রদানের উদ্দেশ্যে ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতালসহ (১ম পর্যায়) ১০০ শয্যা) জাতীয় ইএনটি ইনস্টিটিউট স্থাপন;
- (খ) বধিরতা ও শ্রবণশক্তিহীনতা নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধের জন্য সচেতনতা বৃদ্ধিকরণসহ কানের সাধারণ রোগ যেমন : নাক-কান-গলা বিষয়ক রোগ নির্ণয়, চিকিৎসা ও প্রতিরোধের ব্যবস্থা করা; এবং
- (গ) আয়োডিন ও ভিটামিনের অভাবে শ্রবণশক্তি হীনতার বিষয়ে স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রদানসহ পোস্ট-গ্রাজুয়েট কোর্সের উন্নয়ন এবং “Sound hearing by the year 2030” এর লক্ষ্য অর্জন।
- ৭.৩ **মূল কার্যক্রম:** প্রকল্পের মূল কার্যক্রম মসমূহ হল- বার তলা ভিতসহ আটতলা মূল ভবন নির্মাণ (ইলেকট্রিফিকেশনসহ), ২ তলা বিশিষ্ট অডিটোরিয়াম ভবন নির্মাণ, মেডিকেল যন্ত্রপাতি ক্রয়, যানবাহন ক্রয় (১টি মাইক্রোবাস, ১টি এ্যাম্বুলেন্স, ১টি পিক-আপ), কম্পিউটার সামগ্রী, আসবাবপত্র ও অফিস সরঞ্জামাদি সংগ্রহ ইত্যাদি।
- ৮। **প্রকল্পের অনুমোদন ও সংশোধন অবস্থা :**
- ৮.১ **প্রকল্পের অনুমোদন:** “এস্টাবলিশমেন্ট অব ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ইএনটি -ফাস্ট ফেইজ ইন ঢাকা ” শীর্ষক মূল প্রকল্পটি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ২২ মে ২০০৮ তারিখে ৪১২৬.৯৬ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই ২০০৮ হতে জুন ২০১১ মেয়াদে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়।
- ৮.২ **প্রকল্প সংশোধন:** প্রকল্পটি ২২ মার্চ ২০১১ তারিখে একনেক সভায় ৫৬৪৭.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই ২০০৮ হতে জুন ২০১২ মেয়াদে প্রকল্পটির ১ম সংশোধন অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পটির মেয়াদ পুনরায় এক বছর বৃদ্ধি করে জুন ২০১৩ পর্যন্ত পুনঃনির্ধারণ করা হয়। প্রকল্পটি চালু করতে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহের নিমিত্ত Express Feeder Line স্থাপনসহ নির্মাণ কাজের অতাবশ্যকীয় কিছু Variation, নতুন কাজ এবং আসবাবপত্রের অন্তর্ভুক্তি ও যন্ত্রপাতির মূল্য বৃদ্ধিজনিত কারণে প্রকল্পের মেয়াদ ৬ মাস বৃদ্ধি ও অতিরিক্ত ৫৯৪.০০ লক্ষ টাকার সংস্থানসহ প্রকল্পটি ৬২৪১.২৫ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয় সম্বলিত ২য় সংশোধনী ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৩ তারিখে যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হয়। পরবর্তী সময়ে ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পটির মেয়াদ আরও ৬ মাস বৃদ্ধি করে জুন ২০১৪ তারিখে প্রকল্পটির সমাপ্তিকাল নির্ধারণ করা হয়।
- ৯। **মূল্যায়ন পদ্ধতি (Methodology):** মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়নে নিম্নোক্ত দলিলাদি/তথ্যাদি বিবেচনা করা হয়েছে:-
- (ক) সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের ডিপিপি ও আরডিপিপি পর্যালোচনা;
- (খ) মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত পিসিআর পর্যালোচনা;
- (গ) এডিপি/আরএডিপি পর্যালোচনা;
- (ঘ) কাজের মান ও বাস্তব অগ্রগতি যাচাই এবং তথ্য সংগ্রহের জন্য সরেজমিনে পরিদর্শন; এবং
- (ঙ) প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা।
- ১০। **প্রকল্প পরিদর্শন :** আইএমইডি’র শিক্ষা ও সামাজিক সেস্ট রের মহাপরিচালক কর্তৃক গত ২৭/০৫/২০১৫ তারিখে প্রকল্পটির আওতায় বাস্তবায়িত কাজ পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে ডা: মো: আখতারুজ্জামান, পরিচালক (স্বাস্থ্য) সফরসজ্জা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া হাসপাতালের পরিচালক , গণপূর্ত বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মকর্তা গণ উপস্থিত ছিলেন।

১১। প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি:

প্রকল্পের আওতায় জুন, ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি হয়েছে মোট ৫৯৫৮.৩৯ লক্ষ টাকা, যা অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয়ের ৮৭.৪২% এবং বাস্তব অগ্রগতি ১০০%। প্রকল্পের বহরভিত্তিক সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ, অবমুক্ত ও ব্যয়ের চিত্র নিম্নরূপঃ

(লক্ষ টাকায়)

অর্থবছর	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ			অবমুক্তি	ব্যয়			অব্যয়িত অর্থ
	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য	
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)
২০০৮-২০০৯	৩০০.০০	৩০০.০০	-	৩০০.০০	২৮৫.৫৯	২৮৫.৫৯	-	
২০০৯-২০১০	৫০০.০০	৫০০.০০	-	৫০০.০০	৪৭১.০৩	৪৭১.০৩	-	
২০১০-২০১১	৪৪৮.১২	৪৪৮.১২	-	৪৪৮.১২	৪০৯.৫৪	৪০৯.৫৪	-	
২০১১-২০১২	১৬০০.০০	১৬০০.০০	-	১৬০০.০০	১৪৪৮.৪৪	১৪৪৮.৪৪	-	
২০১২-২০১৩	৩০৩২.৭৪	৩০৩২.৭৪	-	৩০৩২.৭৪	২৫৩০.৪৩	২৫৩০.৪৩	-	
২০১৩-২০১৪	৯৩৫.০০	৯৩৫.০০	-	৯৩৫.০০	৮১৩.৩৬	৮১৩.৩৬	-	
মোট =	৬৮১৫.৮৬	৬৮১৫.৮৬		৬৮১৫.৮৬	৫৯৫৮.০৫	৫৯৫৮.০৫		

১২। প্রকল্পের অংশভিত্তিক ব্যয় বিশ্লেষণ: প্রকল্পের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অংগের আওতায় সম্পাদিত কার্যাবলী সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হলো:

- ১২.১। **নির্মাণ কাজ:** ১২ তলা ফাউন্ডেশনে মোট ১৩৬০৫.৫০ বর্গমিটার বিশিষ্ট ১ম পর্যায়ের ৮ তলা বিশিষ্ট হাসপাতাল কাম ইনস্টিটিউট ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। এখাতে মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ৪১৯৯.৭৭ লক্ষ টাকার মধ্যে ৪১৩৯.৩২ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে, যা এখাতে প্রাক্কলিত ব্যয়ের ৯৮.৫৭%।
- ১২.২। **যন্ত্রপাতি সংগ্রহ:** এখাতে প্রাক্কলিত ব্যয় ১৬২৫.৪৪ লক্ষ টাকা হতে সংস্থান অনুযায়ী ৪৬৭৮টি যন্ত্রপাতি ক্রয় বাবদ ১৪৭২.৬০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে, যা যন্ত্রপাতি খাতে প্রাক্কলিত ব্যয়ের ৯০.৬০%।
- ১২.৩। **গাড়ী ক্রয়:** প্রকল্পের আওতায় মাইক্রোবাস -১টি, এ্যাম্বুলেন্স-১টি এবং পিক-আপ-১টি সংগ্রহের সংস্থান ছিল। এগুলোর ৩টিই ক্রয় করা হয়েছে। এ বাবদ ডিপিপি 'র সংস্থানকৃত ১০০.০০ লক্ষ টাকা হতে ৭৭.৬২ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে, যা এখাতের ৭৭.৬২%।
- ১২.৪। **আসবাবপত্র সংগ্রহ:** অনুমোদিত আরডিপিপিতে ১৮২৩টি আসবাবপত্র সংগ্রহের নিমিত্তে প্রাক্কলিত ব্যয় ছিল ১৫৯.৭০ লক্ষ টাকা। এখাতে ১৮২৩টি আসবাবপত্র সংগ্রহ করা হয়েছে এবং ব্যয় হয়েছে ১৪১.৪৩ লক্ষ টাকা, যা এখাতের সংস্থানকৃত অর্থের ৮৮.৫৯%।

১৩। পরিদর্শনে প্রাপ্ত তথ্য:

- ১৩.১। **অবস্থান:** প্রকল্পের আওতায় নির্মিত দৃষ্টিনন্দন হাসপাতাল ভবনটি তেজগাঁও শিল্প এলাকা য় নির্মিত হয়েছে। সহজে হাসপাতালটি সাধারণের বুঝার উপায় নেই। হাসপাতালটির পশ্চিম পার্শ্বে কেবল তেজগাঁও থানা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স রয়েছে। এতদ্বিধি নিকটবর্তী স্থানে কোন ধরনের সরকারি হাসপাতাল নেই।
- ১৩.২। একটি বেইজমেন্টসহ ৮ তলা ভবনের নীচতলার পুরোটাই বহিঃবিভাগ ও ইমার্জেন্সী। ২য় তলায় Audiology Room এবং Diagnostic Imaging (CT Scan, MRI) কক্ষ। ৩য় তলায় প্যাথলজি, ল্যাবরেটরী এবং প্রশাসনিক দপ্তর। ৪র্থ তলায় অপারেশন থিয়েটার (৬টি) এবং আইসিইউ। ৫ম তলায় লাইব্রেরী, এন্ডোসকপি, কনসালটেন্ট এবং আল্ট্রাসাউন্ড রুম। ৬ষ্ঠ এবং ৭ম তলায় পুরুষ ও মহিলা ওয়ার্ড এবং ৮ম তলায় পুরোটাই কেবিন ব্লক। হাসপাতালটিতে ১০০ শয্যার মধ্যে ৬০টি নন-পেইয়িং (সাধারণ) বিছানা এবং ৪০টি পেইয়িং (কেবিন ১৬টি+পেইয়িং বিছানা ২৪টি) বিছানা নির্ধারণ করা হয়েছে। হাসপাতাল ভবনটি ১৯/০৬/২০১৩ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক উদ্বোধন করা হয়।

১৩.৩। হাসপাতালটি পরিচালনার জন্য রাজস্ব বাজেটের আওতায় ৬২টি পদ সৃষ্টি হয়েছে এবং বিভিন্ন পর্যায়ের পদে ১৯৩ জন জনবল কাজ করছেন। পরিদর্শনকালে জানানো হয় যে, বহিঃবিভাগে প্রতিদিন প্রায় ৩০০ জন রোগী চিকিৎসার জন্য আসেন। অন্তঃবিভাগে গড়ে প্রতিদিন ৬০-৭০ জন রোগী ভর্তি থাকেন।

১৪। **প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য:** অনুমোদিত প্রকল্পটির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্বে (শ্রেণিতে) থাকা কর্মকর্তাদের নাম ও পদবী, যোগাদানের তারিখ ও বদলীর তারিখ নিম্নে দেওয়া হলঃ

নাম ও পদবী	পূর্ণকালীন	খন্ডকালীন	যোগাদানের তারিখ	বদলীর তারিখ
অধ্যাপক (ডা:) মো: আব্দুল্লাহ অধ্যাপক ইএনটি	পূর্ণকালীন	-	০৫/০৮/২০০৮	২৫/০৩/২০১৪
অধ্যাপক ডা: মো: জাহিদুল আলম অধ্যাপক ইএনটি	-	খন্ডকালীন	২৭/০৩/২০১৪	৩০/০৬/২০১৪

১৫। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন:**

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য		অর্জিত ফলাফল	
(ক)	স্বাস্থ্য সেবার সকল ক্ষেত্রে ইএনটি চিকিৎসার বিশেষ গুরুত্ব প্রদানের উদ্দেশ্যে ২৫০ শয্যা হাসপাতালসহ (১ম পর্যায়ে ১০০ শয্যা) জাতীয় ইএনটি ইনস্টিটিউট স্থাপন;	(ক)	প্রকল্পের আওতায় ১২ তলা ফাউন্ডেশনে ১ম পর্যায়ে ৮ তলা হাসপাতাল কাম ইনস্টিটিউট ভবন নির্মাণ করা হয়েছে;
(খ)	নাক-গলা-কানের সাধারণ রোগ যেমন: নাক-কান-গলা বিষয়ক রোগ নির্ণয়, চিকিৎসা ও প্রতিরোধের ব্যবস্থা করা; এবং	(খ)	নাক-কান-গলা রোগের চিকিৎসায় বহিঃবিভাগ, অন্তঃবিভাগ এবং বহিঃবিভাগে রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা প্রতিরোধের জন্য প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করা হয়; এবং
(গ)	“Sound hearing by the year 2030” এর লক্ষ্য অর্জন।	(গ)	“Sound hearing by the year 2030” এর জাতীয় কৌশলপত্র স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে শীঘ্র কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে মর্মে জানানো হয়েছে।

১৬। **উদ্দেশ্য পূরোপুরি অর্জিত না হলে এর কারণ :** প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য পূরোপুরি অর্জিত হয়েছে।

১৭। **প্রকল্প বাস্তবায়ন সমস্যা :**

১৭.১ **ভিআইপি রুমের বাথরুমের সমস্যা :** ভিআইপি কেবিনের বাথরুমের দরজা, ফিটিংস, ছিটকানী ইত্যাদি নিম্নমানের দেখা গেছে;



চিত্র নং-১: বাথরুমের ফিটিংস নিম্নমানের

- ১৭.২ **অডিওলজী রুমের ভিতরাস্থ ওয়েটিং রুমে এসি না থাকা** : অডিওলজী রুমটি বৃহৎ পরিসরের এবং অত্যাধুনিক। তবে এ রুমটির ভিতরে রোগীদের অপেক্ষাগারে কোন এয়ার কন্ডিশনার নেই। কক্ষটি একেবারেই আবদ্ধ (Air-tight) হওয়ায় এসি ব্যতিরেকে অবস্থান খুবই কষ্টকর;
- ১৭.৩ **অডিওলজী রুম শতভাগ শব্দ প্রতিরোধক না হওয়া**: মূল অডিওলজী পরীক্ষা কক্ষের দেয়ালে ছিদ্রগুলো কারিগরি দিক দিয়ে যথাযথ হয়নি। ফলে ১০০% সাউন্ড প্রুফ নয়। উপস্থিত চিকিৎসকগণ জানান যে, ছিদ্রগুলো সামান্য বড় করলে শতভাগ শব্দ প্রতিরোধক করা সম্ভব হবে;
- ১৭.৪ **ছাদের উপর এসি'র পানি পড়ে শেওলা জমা**: ভবনের ছাদে লিফটের অপারেটিং রুমের এয়ার কন্ডিশনার -এর আউট পাইপ হতে পানি পড়তে দেখা গেছে। ফলে ছাদের উপর উক্ত স্থানে শেওলা, ময়লা পানি জমে যাচ্ছে;



চিত্র নং-২: ছাদের উপর এসি'র পানি জমা থাকা

- ১৭.৫ **বেজমেন্ট-এ সাব-স্টেশন থেকে ইলেকট্রিক্যাল তার এলোমেলোভাবে ঝুলন্ত রাখা** সাব-স্টেশন থেকে ইলেকট্রিক্যাল তারগুলো বিভিন্ন ফ্লোরের লাইনগুলো এলোমেলো অবস্থায় দেখা গেছে। যেগুলো একত্রিত করে গুছিয়ে এ্যালুমিনিয়াম পাতের উপর রাখা হয়নি;
- ১৭.৬ **একটি ছোট সাইজের কক্ষ লাইব্রেরীতে রূপান্তর** : পাঁচ তলার পশ্চিম পার্শ্বের ৮-১০ জন বসার মত জায়গায় একটি ছোট কক্ষকে লাইব্রেরী করা হয়েছে। এছাড়া পর্যাপ্ত বই এবং ডিজিটাল পদ্ধতিতে পড়াশুনার কোন সুবিধাদি নেই; এবং
- ১৭.৭ **ইনস্টিটিউটের একাডেমিক কার্যক্রম চালু না হওয়া**: নির্মিত ইনস্টিটিউটের অধীনে এমএস , ডিপ্লোমা, প্রফেশনাল ট্রেনিং ইত্যাদি চালুর জন্য বাংলাদেশ কলেজ অব ফিজিশিয়ান এন্ড সার্জন্স (বিসিপিএস) এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। তবে এখন পর্যন্ত কোন পোস্ট-গ্রাজুয়েট কোর্স চালু হয়নি। উল্লেখ্য, বর্গিত কোর্স চালু করতে হলে অধিকতর ভৌত সুবিধাদি যেমন-ক্লাস রুম, ডেমনস্ট্রেশন রুম ইত্যাদি নির্মাণের প্রয়োজন হবে।



চিত্র নং-৩: ইনস্টিটিউটের সম্মুখ অংশ



চিত্র নং-৪: ইনস্টিটিউটের সম্মুখ অংশ

১৮। সুপারিশ :

- ১৮.১ ভিআইপি কেবিনের বাথরুমের দরজা , ফিটিংস, ছিটকানী ইত্যাদি নিম্নমানের দেখা গেছে । অন্যান্য কেবিনের বাথরুমের ফিটিংস-এর অবস্থা নির্ণয়পূর্বক প্রয়োজন অনুযায়ী ফিটিংস প্রতিস্থাপন করতে হবে;
- ১৮.২ বৃহৎ পরিসরের অডিওলজী কক্ষটি আবদ্ধ (Air-tight) হওয়ায় রোগীর অপেক্ষাগার আরামদায়ক করতে এসি'র ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। এছাড়া মূল অডিওলজী পরীক্ষা কক্ষের দেয়ালে র ছোট ছোট ছিদ্রগুলো কারিগরি দিক যথাযথ না হওয়ায় ১০০% সাউন্ড পুফ হিসেবে তৈরীর জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে;
- ১৮.৩ ভবনের ছাদে লি ফটের অপারেটিং রুমের এয়ার কন্ডিশনার-এর আউট পাইপ হতে পানি পড়া বন্ধের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;
- ১৮.৪ সাব-স্টেশন থেকে ইলেকট্রিক্যাল তারগুলো র এলোমেলো লাইনগুলো একত্রিত করে গুছিয়ে এ্যালুমিনিয়াম পাতের উপর রাখা যেতে পারে;
- ১৮.৫ লাইব্রেরীতে পর্যাপ্ত স্পেস, বই এবং ডিজিটাল পদ্ধতিতে পড়াশুনার সুযোগ সৃষ্টির ব্যবস্থা করা যেতে পারে;
- ১৮.৬ নির্মিত ইনস্টিটিউটের অধীনে এমএস , ডিপ্লোমা, প্রফেশনাল ট্রেনিং ইত্যাদি চালুর জন্য ক্লাসরুম, ডেমনস্ট্রেশন রুমসহ অধিকতর ভৌত সুবিধাদি সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রকল্পের পরবর্তী পর্যায় গ্রহণ করা যেতে পারে; এবং
- ১৮.৭ প্রকল্পের Internal এবং External Audit সম্পন্ন করে অডিট দফতরের প্রতিবেদনের ছায়ািলিপি আইএমই বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।
- ১৮.৮ অনুচ্ছেদ ১৮.১ থেকে ১৮.৭ এ বর্ণিত সুপারিশের আলোকে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় /কর্তৃপক্ষ গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে আগামী ২ (দুই) মাসের মধ্যে আইএমইডি'কে অবহিত করতে হবে।